দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 31 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

দেড় কোটি টাকা লোপাট ॥ তদন্ত দুদকে

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে অনিয়ম ও দুর্নীতির আখড়া গড়ে তুলেছেন সচিবসহ তিন কর্মকর্তা। প্রায় দেড় কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনার তদন্ত করতে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড থেকে কাগজপত্র নিয়েছেন দুদকের সহকারী পরিচালক তদন্ত কর্মকর্তা সিরাজুল হক। সাবেক চেয়ারম্যানসহ বর্তমান সচিব, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বিরুদ্ধে আনীত ১৭টি অভিযোগের তদন্ত করছে দুদক।

সরকারী অর্থ আত্মসাতসহ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হয়রানি করে অর্থ আদায়ের ঘটনায় দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগ উঠেছে, গত কয়েক বছর ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত করে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে পুনঃনিরীক্ষণের জন্য বিষয়ভিত্তিক সরকারী ফি জমা দেয়ার পর একদিনে ১৫ থেকে ২০ হাজার খাতা পর্যালোচনার মাধ্যমে সরকারী অর্থ হাতিয়ে নেয়ার পরিকল্পিত ব্যয়ের খাত বলবৎ রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রেও এসব কর্মকর্তার অনিয়ম দুর্নীতির বিষয়টি তদন্ত করা প্রয়োজন বলে দাবি করেছেন শিক্ষাবোর্ডে কর্মরত একাধিক কর্মকর্তা। আরও অভিযোগ রয়েছে, বর্তমান সচিব ড. পীযূষ দত্ত তার স্ত্রী মিতালি পালিতকে বন্দর বালক বিদ্যালয় ও কলেজে নিয়োগ পেতে কারসাজি করেছেন। তবে এর আগে মিতালি পালিত আগ্রাবাদ মহিলা কলেজে চাকরি করতেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক থাকাকালীন পীযূষ দত্তের শ্যালিকা বর্ণালী পালিত ও শ্যালিকার স্বামী দেবাশীষ চক্রবর্তীকে নানা সুযোগ সুবিধা দেয়ার অভিযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর শাহেদা ইসলাম জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন, দুদকের তদন্ত কর্মকর্তার চাহিদা অনুযায়ী বোর্ড ওই চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণে কাগজপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রয়োজন সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে দুদককে। দুদকের অভিযোগ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা কোন নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত এসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া যাচ্ছে না। দুদকের পক্ষ থেকে জানা গেছে, চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর শাহজাহানের সময়ে বর্তমান সচিব ড. পীযূষ দত্ত, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাহবুব হাসান ও সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবদুল আজিজসহ চারজনের সিন্ডিকেট সরকারী অর্থ আত্মসাতের মধ্য দিয়ে বিত্ত বৈভব গড়ে তুলেছেন। সরকারী অর্থ আত্মসাতের ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঘুষ দুর্নীতির বিনিময়ে এক কোটি ২৭ লাখ টাকার ওএমআর গ্রহণ, ব্যক্তিগত মালামাল কিনতে বোর্ডের ফান্ড থেকে দুই লাখ ৩০ হাজার টাকা আত্মসাত, হাইকোর্টের রায়ের কপি জালিয়াতি করে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে ফরম পূরণের নির্দেশ প্রদান, অবৈধ সম্পদ অর্জনে আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় না থাকা, পদোন্নতি ও পদায়নে ঘুষ গ্রহণ, সহকারী মূল্যায়ন কর্মকর্তাকে ঘুষের বিনিময়ে পরীক্ষা শাখায় দায়িত্ব প্রদান, অডিট বিভাগকে অর্থ প্রদানের দোহাই দিয়ে বোর্ডে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় ও আত্মসাত, ভ্রমণ ব্যয় হিসাবে বিমান ভাড়া আদায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনার নামে তহবিলের অর্থ আত্মসাত করেছেন।

চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড

এছাড়াও বোর্ড কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবাসিক ভবন ও বোর্ড ভবন নির্মাণে দুর্নীতি, শিক্ষার্থীদের নাম ও বয়স সংশোধনের নামে ঘুষ আদায়, সভা আহ্বান না করে তহবিলের অর্থ হাতিয়ে নেয়া, অফিস কাজ ছাড়াও ব্যক্তিগত কাজে বোর্ডের যানবাহন ব্যবহার করে সরকারী অর্থ ব্যয়ের খাত বৃদ্ধি শিক্ষাবোর্ড ভবনে স্থাপিত লিফট ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে সিন্ডিকেটের থাকা চার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। এছাড়াও সাবেক চেয়ারম্যান শাহজাহানের নির্দেশে সনদ জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরও সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবদুল আজিজকে বহাল রাখা। এক্ষেত্রে আবদুল আজিজের বিরুদ্ধে চেয়ারম্যানকে ঘুষ প্রদানের যেমন অভিযোগ রয়েছে, তেমনি আবদুল আজিজের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করার ঘটনাও ঘটেছে।